দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 AUG 2013
পৃষ্ঠা কলাম

বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণাভিত্তিক করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় মূলগতভাবে গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হলেও দেশের শীর্ষ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রায় বিদায় নিয়ে গেছে। তিনটি গবেষণা সেন্টারে গত ২৫ থেকে ৩৩ বছরে একটি গবেষণাকর্মও হয়নি। দেব সেন্টার ফর ফিলোসোফিকাল স্টাডিজ গত ৩৩ বছরে কোনো গবেষণাকর্ম করেনি। এই সেন্টার থেকে বছরে একটি জার্নাল প্রকাশিত হয় এবং ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব স্মরণে লেকচারের আয়োজন করা হয় মাত্র। দি সেন্টার ফর এডভান্স রিসার্চ ইন হিউম্যানিটিজে গত ২৫ বছরে কোনো গবেষণাকর্ম হয়নি। একইভাবে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত নজরুল রিসার্চ সেন্টারেও আজ অবধি কোনো কাজ হয়নি। এছাড়া আরও অন্ততঃ ১০টি গবেষণা সেন্টার রয়েছে যাদের কোনো গবেষণা- কর্ম নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৯টি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে। এসব রিসার্চ সেন্টারের লক্ষ্য বিভিন্ন বিষয়ে মানব চিন্তার উৎকর্ষ সাধন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দান এবং মানবকল্যাণ ত্বরান্বিত করা। অথচ এ সব গবেষণা সেন্টারের অধিকাংশেই কেবল কাগজপত্রে সীমাবদ্ধ। তাদের কোনো গবেষণা কর্ম নেই, ভূমিকা ও অবদান নেই। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, অর্থ সংকট, সুযোগ-সুবিধার অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা ও নিয়মলংঘন প্রভৃতি কারণে গবেষণা কর্মের এই বেহাল দেখা দিয়েছে। তথ্য পরিসংখ্যান মতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের জন্য গবেষণা খাতে ২ কোটি ৭৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছে। এর আগের বছর বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। এর আগের বছরগুলোতে বরাদ্দ আরও কম ছিল। এত অল্প বরাদ্দে গবেষণাকর্ম যে ঠিকমত হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। জার্নাল প্রকাশ, সভা-সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজনেই এ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়, যদিও এ সব কোনো গবেষণা কর্ম নয়। এভাবে জনগণের অর্থেরই প্রকৃতপক্ষে অপচয় হচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকর্ম সবচেয়ে অবহেলিত বিষয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে অভিহিত করা হতো। তখন এর এত বিস্তার ছিল না, অর্থ ও সুযোগ-সুবিধাও বেশী ছিল না। সে সময় শিক্ষার মান এখনকার তুলনায় অনেক ভালো ছিল, গবেষণা কর্মকে যথোচিত গুরুত্ব দেয়া হতো এবং গবেষণা কর্মগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রেটিংও তখন ছিল সন্তোষজনক। এখন বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০০-এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। গবেষণার ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও রেটিং বিশেষভাবে নির্ভর করে। বিশ্বের যত খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার প্রতিটিই গবেষণাভিত্তিক। অনেকের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আর আগের মতো গবেষণায় উৎসাহী নন। এর একটি কারণ হতে পারে, আগে প্রমোশনের জন্য পাবলিকেশনকে বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হতো, এখন চাকরির বয়স ও অভিজ্ঞতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণাকে আগে যে দৃষ্টিতে দেখা হতো এখন সে দৃষ্টিতে দেখা হয় না। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা নয়, অর্থ উপার্জনকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। অন্যদিকে গবেষণার জন্য নিত্য-নতুন গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট হতে পারে না। এর জন্য যেমন পর্যাপ্ত অর্থ দরকার, সুযোগ-সুবিধা দরকার তেমনি উপযুক্ত তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহিতাও দরকার। এসবের ক্ষেত্রে দুঃখজনক ঘাটতি ও অমনোযোগিতা রয়েছে।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, অন্য ২৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণাকর্মের একই করুণ হাল লক্ষ্যণীয়। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই গবেষণাভিত্তিক হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ জ্ঞানবিস্তার। আর এ জন্য জ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর গবেষণার বিকল্প নেই। মানব জীবনের বিভিন্ন দিক ও পর্যায়—যেমন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, মানব উন্নয়ন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্ম, আবহাওয়া, পরিবেশ, জীবজগত, প্রাণীবৈচিত্র্য, মহাকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণের জন্য মৌলিক গবেষণা অপরিহার্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মননের উন্নয়ন ছাড়া কোনো জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে না। আজ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এক নম্বর দেশ। এই শীর্ষ অবস্থান সে অধিকার করেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-মননের চর্চা-গবেষণার মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্র গবেষণা ও উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই এই পর্যায়ে এসেছে। চীনের যে উন্নয়ন-অগ্রগতি তার মূলেও রয়েছে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্টকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া। একটি দেশে ও সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকেন। তাদের এই চিন্তা উপযুক্ত গবেষণার আশ্রয়ে উন্নত ও বিকশিত হতে পারে। আর সে সব উন্নত ও বিকশিত চিন্তা শুধু সে দেশের নয়, গোটা মানবের কল্যাণে ও উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারে। জাতি হিসাবে আমরা যদি বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই, জাতীয় উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করি, তাহলে গবেষণার কাছে ফিরে যেতেই হবে। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক গবেষণা বাড়াতে ও অব্যাহত রাখতে হবে। মধ্যরাতে টেলিভিশন টক শো'তে উল্টা-পাল্টা বাণী বর্ষণ করে জাতির চিন্তা ও মনন জগতের কোনো উন্নয়ন করা যাবে না। জাতি হিসাবে আমাদের যেমন বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে গার্মেন্ট, জনশক্তি রফতানী, কৃষি-শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে তেমনি নদী, পানি, পরিবেশ, মাটি, ফসল কেন্দ্রিক নানা সমস্যাও রয়েছে। সম্ভাবনা কার্যকর এবং সমস্যার সমাধানে গবেষণাই কেবল সঠিক পথ দেখাতে পারে। দুঃখজনক হলেও বলতে হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সরকারী পর্যায়ে কৃষি, নদী, পানি, পাট, ধান, তুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সব গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সে সব প্রতিষ্ঠানেও গবেষণাকর্ম আশাপ্রদ নয়। সরকারকে গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ জন্য যতটা সম্ভব অর্থ বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যয়কে বিনিয়োগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এটা যথার্থ বিনিয়োগ এবং তা ভবিষ্যতে শতগুণে ফিরে আসবে। এই বোধ-বিশ্বাসকে প্রাধান্যে নিয়েই গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।